দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 14 FEB 1993
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ১ ...

৬৫

বাংলাদেশের কোন জাতীয় শিক্ষানীতি নেই

আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ

পূর্ব প্রকাশিতের পর

আমরা আমাদের শিক্ষানীতির জন্য কোন সুনির্দিষ্ট আদর্শ নির্ধারণ করিনি, যে আদর্শের বুনিয়াদে শিক্ষার্থীদের মনমগজ, বিশ্বাস ও চরিত্রকে গড়ে তোলা যায়। গণমুখী শিক্ষার নামে ধর্মহীন শিক্ষানীতিকে পাশ্চাত্যের মানসিক গোলামিতে লিপ্ত হয়ে অন্ধভাবে অনুসরণ করছি। আমরা শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ধর্ম ও ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত ও অনুপ্রাণিত করার কোন নীতিই শিক্ষাদর্শনে গ্রহণ করিনি। শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ আদর্শ, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের সঠিক জ্ঞানদানের কোন ব্যবস্থা আমাদের শিক্ষানীতি ও শিক্ষা পদ্ধতিতে নেই। শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠনের কোন ব্যবস্থাও আমাদের শিক্ষানীতিতে বর্তমান নেই; বরং চরিত্রহীন নাস্তিক শিক্ষক দ্বারা আমরা আমাদের উচ্চশিক্ষার স্তরকে পরিচালিত করছি।

(২) আমাদের শিক্ষানীতির দ্বিতীয় গলদ হচ্ছে- জাতীয় আয়ের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ না করা। এ যাবতকাল আমরা আমাদের জাতীয় আয়ের মাত্র শতকরা ১.৯ ভাগ শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দ করেছি। অবশ্য বর্তমান বিএনপি সরকার আমলে এর পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি হলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই নগণ্য।

(৩) আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার তৃতীয় গলদ হচ্ছে- শিক্ষানীতিতে সরকারী-বেসরকারী পদ্ধতি। শিক্ষাকে গণমুখী করতে হলে শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত, জাতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেবায় নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকসমাজের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য শিক্ষা বিস্তার ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে এক মারাত্মক প্রতিবন্ধকতার প্রাচীর গড়ে তুলছে। শিক্ষার মান উন্নয়ন, শিক্ষার প্রতি সত্যিকার আগ্রহ ও আকর্ষণ সৃষ্টি করতে হলে শিক্ষাকে জাতীয়করণ নয় বরং শিক্ষকতার সম্মানিত পেশাকে জাতীয়করণের মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষকদের পেশা ও মর্যাদাগত বৈষম্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে অবশ্যই বাস্তবধর্মী ও দূরদর্শী স্থায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

৪ আমাদের শিক্ষানীতিতে সাধারণ শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা, কওমী বা দারসে নিযামী শিক্ষা, কিণ্ডার গার্টেন ও বিদেশী এনজিও কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী মিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জাতীয় আদর্শ, মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যবিরোধী, বৃত্তিমূলক ও সরকারী-বেসরকারী পরস্পর বিরোধী শিক্ষাপদ্ধতি গণমুখী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে এক প্রধান অন্তরায়। যে-কোন সময়ে হোক শিক্ষা ক্ষেত্রে এ সংকট ও সংঘাতকে বন্ধ করার সুদূরপ্রসারী কার্যক্রম আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে। আমাদের আদর্শিক বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ করে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার ভিত্তিতে জাতীয় চেতনা ও অনুভূতির উপর আঘাত না হানে, জাতির ধর্মীয়, ঐতিহ্য, আদর্শিক মূল্যবোধ ও চেতনাকে ধ্বংস না করে, জাতির বিভিন্ন সম্প্রদায়কে বিক্ষুব্ধ করে না তুলে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ না করে একক শিক্ষানীতির দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে পর্যায়ক্রমে আধুনিক প্রয়োজন ও আদর্শিক চেতনার সমন্বয় সাধন করে আমাদেরকে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৫। উৎপাদনমুখী বৃত্তিমূলক ব্যাপক শিক্ষানীতি গ্রহণ না করা আমাদের শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায়। সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষা উভয় ক্ষেত্রে ব্যাপক কারিগরি, প্রযুক্তি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সমন্বয় না থাকায় আমাদের সমাজে দ্রুতগতিতে শিক্ষিত বেকারের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর শিক্ষিত বেকার বৃদ্ধির ফলে জাতির যুব শক্তির মধ্যে নৈতিকতাবিরোধী কার্যকলাপ, উচ্ছৃংখলতা, সন্ত্রাস, ছিনতাই, লুটতরাজ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৬। শিক্ষাকে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে আমাদের জাতীয় সম্প্রচার সংস্থা রেডিও-টিভি'র ভূমিকা খুবই ন্যক্কারজনক। উন্নত দেশগুলোতে রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। আমাদের রেডিও-টিভিকে জাতির আশা-আকাঙ্খা, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও চরিত্রকে ধ্বংস করার ক্ষেত্রে নমরুদের অগ্নিকুণ্ডের ভূমিকা পালন করছে বললে অত্যুক্তি হবে না। এমনকি বিজাতীয় অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ, তরুণ-তরুণীদের চরিত্র বিধ্বংসী প্রোগ্রাম ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বিভ্রান্তির বেড়াজালে আচ্ছন্ন করাই যেন তাদের মহান দায়িত্ব। আমাদের রেডিও বিশেষ করে টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ যেন এ মহান দায়িত্ব আঞ্জামেই ব্যস্ত রয়েছে।

৭। আমাদের শিক্ষানীতির অপর গলদ হচ্ছে- বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনে ব্যর্থতা। জাতীয় শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত অবশ্যই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষানীতিকে কঠোরভাবে কার্যকর করা ছাড়া নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও শিক্ষিতের হার বৃদ্ধির পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়।

৮। আমাদের শিক্ষানীতির ৮ম গলদ হচ্ছে- নারী শিক্ষার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ না করা। কোন জনগোষ্ঠীকেই তাদের নিজস্ব আদর্শ, ঐতিহ্য বিশ্বাস ও চেতনা থেকে জোর করে ভিন্ন চিন্তা ও বিশ্বাসের দিকে ধাবিত ও পরিচালিত করার প্রচেষ্টা কখনও সফল হতে পারে না। মুষ্টিমেয় পাশ্চাত্যের মানসিক গোলাম ও প্রান্তিক জড়বাদী চিন্তাধারার "আফিমে" বুঁদ হয়ে থাকা কতিপয় ব্যক্তি ছাড়া বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ইসলামী আদর্শ ও জীবনধারার প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়শীল ও গভীর আস্থাবান। 'তাই যতদিন পর্যন্ত মহিলাদের জন্য ব্যাপকভাবে স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা না হয় ততদিন পর্যন্ত জাতিগঠন ও জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারিনী ও অবদান সৃষ্টিকারিনী প্রায় অর্ধেক জনশক্তি মহিলাদের উচ্চ শিক্ষার হার বৃদ্ধি না করা হলে শিক্ষা সম্প্রসারণনীতি বাস্তবে কার্যকর করা যাবে না।

৯। আমাদের শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে অপর উল্লেখযোগ্য গলদ সেশন জট ও শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস। যদ্দিন পর্যন্ত অভিভাবকদের মনে তাদের নয়নপুত্তলী সন্তানদের জীবনের নিরাপত্তার ব্যাপারে আস্থা সৃষ্টি করা না যাবে এবং দরিদ্র দেশে সেশন জট দূর করে অভিভাবকদেরকে অপব্যয় ও অনিশ্চিত অবস্থা থেকে মুক্তির ব্যবস্থা না করা যাবে তদ্দিন পর্যন্ত আমাদের জনমনে উচ্চ শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা যাবে না।

১০। আমাদের শিক্ষানীতির অপর গলদ হচ্ছে- আমরা খুব ঘটা করে, ঢাকঢোল পিটিয়ে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, শিক্ষা সম্প্রসারণের কথা প্রচার করি। প্রকৃত পক্ষে আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয় জনমনে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্ববিরোধী নীতিই অবলম্বন করে আসছে। শিক্ষাকে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় করার জন্য, প্রাথমিক বিদ্যালয়, ইবতেদায়ী মাদ্রাসা, মসজিদ ভিত্তিক ইবতেদায়ী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ও বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ প্রয়োজন। এতদ্ভিন্ন দাখিল মাদ্রাসা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ও বৃদ্ধি ছাড়া গণশিক্ষা পরিকল্পনার বাস্তবায়ন এবং নিরক্ষরতার হার শূন্যের কোঠায় আনা সম্ভব নয়। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সরকারী-বেসরকারী শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা, পদবিন্যাস, গ্রাচুইটি, বোনাস, পেনশন প্রদানের ক্ষেত্রে গগনচুম্বী বৈষম্য সৃষ্টি করে রেখেছে। এ বৈষম্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের কোন তৎপরতা ও সামান্য মাথা ব্যথা আছে বলেও অনুভব হচ্ছে না। অবশ্য সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষককে সমান দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। অনেক বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারী প্রতিষ্ঠানের চেয়েও বেশী সুনাম-খ্যাতি অর্জন করছে। এতদসত্বেও সকল শ্রেণীর সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোন সুষ্ঠু ও বস্তুনিষ্ঠ পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

এমনকি, ১৯৮৭-এর পর অনুমোদিত সকল বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের অনুদান বন্ধ রাখা হয়েছে। শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি ও শিক্ষা বিস্তারের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হার বৃদ্ধি অপরিহার্য। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অনভিপ্রেত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, মঞ্জুরিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে অনুদান বন্ধ রাখার নীতিকে শিক্ষা বিস্তারের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির পরিবর্তে শিক্ষা সংকোচননীতি বললেও একটুকুও অতিরঞ্জিত হবে না। আমাদের জাতিকে সুশিক্ষিত, স্বশিক্ষিত করে নিরক্ষরতা ও মূর্খতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে হলে অবশ্যই শিক্ষানীতিকে আরো উদার, কার্যকর ও বস্তুনিষ্ঠ করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।